দৈনিক ইনকিলাব

533

তারিখ ... MAR. 7 1999
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

ছাত্রদল প্রধানমন্ত্রীকে কালো পতাকা দেখাবে

আজ ঢাকা ভার্সিটিতে 'স্বাধীনতার সংগ্রাম' ভাস্কর্য উন্মোচন

গিয়াস উদ্দিন রিমন ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুলার রোড সড়কদ্বীপে শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি নিয়ে নির্মিত হয়েছে নতুন ভাস্কর্য 'স্বাধীনতার সংগ্রাম'। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ (রবিবার) সকাল সাড়ে ১০টায় আনুষ্ঠানিকভাবে ভাস্কর্যটি উন্মোচন করবেন। শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি থাকবেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এ কে আজাদ চৌধুরী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন।

'স্বাধীনতার সংগ্রাম' ভাস্কর্য উন্মোচনের জন্য আজ ক্যাম্পাসে প্রধানমন্ত্রীর আগমন ছাড়াও আগামী ১৬ মার্চ প্রধানমন্ত্রী আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসবেন। সেদিন তিনি

শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দেখুন

ছাত্রদল কালো পতাকা দেখাবে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে 'বঙ্গবন্ধু চেয়ার' প্রতিষ্ঠার জন্য জেবুন্নেসা ও কাজী মাহবুব উল্লাহ জনকল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে ২০ লাখ টাকার চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত থাকবেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ হল ও জগন্নাথ হলের মধ্যবর্তী সড়কদ্বীপে ভাস্কর শামীম সিকদার নির্মাণ করেছে ৬০ ফুট উঁচু ভাস্কর্য 'স্বাধীনতার সংগ্রাম'। ভাস্কর্য চত্বরেই আজ উন্মোচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সড়কদ্বীপে স্থাপিত প্রায় ২শ' টন ওজনের ভাস্কর্যটিতে রয়েছে শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পুত্র শেখ রাসেলের প্রতিকৃতি। ভাস্কর্যটির নীচের অংশে রয়েছে '৫২-র ভাষা আন্দোলনের প্রতীকী রূপ। চারুকলা ইনস্টিটিউটের প্রফেসর মিসেস শামীম সিকদার ১৯৮৮ থেকে '৮৯ পর্যন্ত এই অংশটির নির্মাণ কাজ শেষে তার নাম দেন 'একুশে'। উদয়ন স্কুলের পাশের খালি মাঠে এই ভাস্কর্যটি নির্মাণ করা হয়। দীর্ঘদিন পড়ে থাকার পর গত বছর সেখানে শিক্ষকদের আবাসিক ভবন নির্মাণের জন্য ভাস্কর্যটি সরিয়ে নেয়া হয়।

এটি স্থানান্তর করতে কর্তৃপক্ষের ৪ লাখ টাকা ব্যয় হয় এবং ক্ষতিপূরণ বাবদ ভাস্করকে কর্তৃপক্ষ ৩ লাখ টাকা প্রদান করে। গত ৪ মাস ধরে দিন-রাত কাজ করে ভাস্কর্যটির নির্মাণ কাজ শেষ করেন বিশিষ্ট ভাস্কর শামীম সিকদার। ভাস্কর্যটিতে '৬৯-র গণঅভ্যুত্থান, ছাত্র আন্দোলনের প্রতীক রূপ আছে, আছে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের প্রতীক। সর্ব শীর্ষে রয়েছে পতাকা। এতে রয়েছে আধুনিক সাউন্ড সিস্টেম, লাইটিং ও ঝর্ণা। এর নির্মাণের ব্যয়ভার বহন করেছেন ভাস্কর নিজেই।

এদিকে, আগামী ১৬ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের 'বঙ্গবন্ধু চেয়ার' প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত থাকবেন। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশ এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনা নিয়ে গবেষণার উদ্দেশে এই চেয়ারটি স্থাপন করা হচ্ছে। ভাইস চ্যান্সেলরের নেতৃত্বে ৭ সদস্যের একটি কমিটি প্রতি ২ বছর পর পর এই চেয়ারের জন্য একজন প্রফেসরকে গবেষক মনোনীত করবেন। এই গবেষণা বাবদ প্রতি দুই বছরে ২ লাখ টাকা ব্যয় হবে।

প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠানে শিক্ষকদের যোগদানের জন্য আজ ও ১৬ মার্চ সকাল ১০টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসসমূহ বন্ধ থাকবে। এদিকে, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ক্যাম্পাসে প্রধানমন্ত্রীর আগমনের কর্মসূচী প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা আজ প্রধানমন্ত্রীকে ক্যাম্পাসে কালো পতাকা প্রদর্শনের কর্মসূচী নিয়েছে। ছাত্রদল ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করবে।